



তারিখ ... DEC-24 1999 ...

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ৭ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মামলা ॥ বই ক্রয় তালিকা প্রণয়নেও অভিযোগ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ১৯৯৭ সালের জন্য মাধ্যমিক স্তরের বই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ঢাকা জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো গতকাল (বৃহস্পতিবার) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক সদস্য (অর্থ) প্রফেসর নূরুন্নাবি খান্দকারসহ ৭ জন কর্মকর্তার (২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দঃ)

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

(প্রথম পৃঃ পর)

বোর্ডে মতিঝিল ধানায় মামলা দায়ের
করিয়াছে।

অভিযোগে বলা হয়, আসামীর
বিনিময় টেন্ডারদাতার উদ্ধৃত মূল্য ৬০
সংস্কার স্থলে ৭০ টাকা এবং ১৬০ টাকার
স্থলে ৩৮০ করিয়া বর্ধিত টাকা পরস্পর
ভাগ করিয়া নেন। তাহাদের এই দুর্ভর্মে
সরকারের ৩১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮২০ টাকা
ক্ষতি হয়। মামলার অন্যান্য আসামী
হইতেছেন : প্রফেসর মফিজউদ্দিন (সাবেক
সদস্য, পাঠ্য পুস্তক), প্রফেসর হারুন-উর-
রশীদ (সাবেক সচিব), ডঃ মেহের-ই-
খোদা (সাবেক উপ-সচিব), মোহাম্মদ
হোসেন (সাবেক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা),
এয়াকুব হোসেন (সাবেক উপ-সচিব,
কমন) ও নূরুল ইসলাম (সাবেক উপ-
উৎপাদক ও নিয়ন্ত্রক)।

এদিকে ৬২ জন কবি-সাহিত্যিক এক
বিবৃতিতে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের
'নবায়ন ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পে চার
কোটি টাকার বই ক্রয় তালিকা তৈরীতে
ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ
করিয়াছেন। বিবৃতিতে স্থল-কলেজের
পাঠাগারের জন্য বই কিনিতে বিপুল অর্থ
বরাদ্দের প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু
অভিযোগ উঠিয়াছে প্রকল্প পরিচালক ডঃ
ফজলুর রহমান ৭/৮ জন প্রকাশকের নিকট
হইতে প্রচুর টাকা উৎকোচ নিয়া চার কোটি
টাকার মধ্যে তিন কোটি টাকারও বেশী
উক্ত প্রকাশকদের বই তালিকাভুক্ত
করিয়াছেন। প্রকল্প পরিচালকের নিজের
লেখা বই কেনা হইবে প্রায় এক কোটি
টাকার। তালিকায় প্রকল্প পরিচালকের
এমন বইয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে
যাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বিবৃতিতে
এই তালিকা পরিবর্তন করিয়া নির্ভরযোগ্য
বরণ্য শিক্ষাবিদদের মাধ্যমে নূতন তালিকা
প্রণয়নের আহবান জানান হইয়াছে।
বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারীরা হইলেন : কবি
শামসুর রাহমান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী,
কবি নির্মলেন্দু গুণ, ডঃ মাজহারুল ইসলাম,
ডঃ হুমায়ুন আজাদ, সেলিনা হোসেন, ডঃ
এমাজউদ্দিন আহমদ, আহমদ ছফা, ডঃ
রফিকুল সেন, আবু ইসহাক, হায়াৎ মামুদ,
বদরুদ্দিন উমর, মইনুল আহসান সাবেক
প্রমুখ।